সংবাদ

তারিখ 03 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

রাত্রিতে ছাত্রলীগের হামলায় বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যকালীন কোর্স ও বর্ধিত ফি বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ-পুলিশের হামলা ও গুলিবর্ষণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিল ও বিবৃতি দিয়েছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। এ সময় তারা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিয়ে হামলায় জড়িতদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরও দাবি জানান। গতকাল এই বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল

বিভিন্ন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

ছাত্রলীগের : হামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাকিদের বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্র ও বিভিন্ন বেসরকারি ক্লিনিকে চিকিৎসা কেন্দ্রে নেয়া হয়। আহতদের মধ্যে অন্তত ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই ঘটনার প্রতিবাদে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ভবনে ভাঙচুর চালায়। ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রোভিসিসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পদত্যাগ দাবি করেছেন। আর সাংবাদিকরা ৪ কর্মকর্তার প্রত্যাহার দাবি জানিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বর্ধিত ফি প্রত্যাহার ও সান্ধ্যকোর্স বাতিলের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে গতকাল পূর্বঘোষণা অনুযায়ী কয়েক হাজার শিক্ষার্থী সকাল সাড়ে ৭টার দিকে সব একাডেমিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বরে জড়ো হতে থাকে।

সকাল ৯টার দিকে পুলিশ হঠাৎ তৎপর হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয় বিজ্ঞান ভবন ও তৃতীয় বিজ্ঞান ভবনের তালা ভেঙে দেয়। এক পর্যায়ে পুলিশ শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দিয়ে তাদের মাইক কেড়ে নেয়। এরপর প্রক্টর তারিকুল হাসান মিলন এসে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত করলে শিক্ষার্থীরা সকাল ১০টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের কাছে জড়ো হন। বেলা সাড়ে ১১টা সময় শিক্ষার্থীরা প্রশাসন ভবনের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিল। একই সময় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের একটি মিছিল সেখান দিয়ে অতিক্রম করে আন্দোলনকারীদের পূর্ব পাশে অবস্থান নেয়। এর পরপরই ওই ভবনের পাশে দুটি ককটেল বিস্ফোরিত হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

এই সময় পশ্চিম দিক থেকে পুলিশ শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। এতে শিক্ষার্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। অন্তত অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়। শিক্ষার্থীরা পুরাতন ফোকলোর মাঠে অবস্থান নিলে সেখানে পুলিশ ও আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে বিভিন্ন আবাসিক হলে পুলিশ ও ছাত্রলীগের পৃথক হামলায় অন্তত একশজন আহত হয়। পরে দুপুর পৌনে দুটার দিকে আবাসিক হলে হামলার প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে মিলিত হয়। এরপরই আন্দোলন নতুন মাত্রা নেয়ায় তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ রাবার বুলেট, টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। পরে শিক্ষার্থীরা জুবেরী মাঠে জড়ো হলে সেখানেও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় অন্তত আরও অর্ধশত শিক্ষার্থী আহত হয়। পরে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা দুটি মাইক্রোবাস, ভিসির বাসভবন ও কয়েকটি একাডেমিক ভবনে ভাঙচুর করে। তবে প্রথম দফা হামলার পরে শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভেতরে অবস্থান নেয়।

এদিকে প্রথম দফায় হামলার পরে ক্যাম্পাসে কর্মরত অন্তত ১০ সাংবাদিক আহত হয়। আহতরা হলেন- মাছরাঙা টিভির গোলাম রাব্বানী, বিডি নিউজ-এর নাদিম মাহমুদ, শীর্ষ নিউজের জাকির হোসেন তমাল, নিউ এইজ'র নাজিম মৃধা, দৈনিক মানবকণ্ঠের বুলবুল আহমেদ ফাহিম, জহুরুল ইসলাম নূন, মেহেদীসহ আরও কয়েকজন। প্রতিবাদে সাংবাদিকরা তৎক্ষণাৎ লাইব্রেরির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং বিকেল ৫টার মধ্যে ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিন সহকারী প্রক্টরের প্রত্যাহার এবং উপ-কমিশনার প্রলয় চিসিমের অপসারণ দাবি করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ক্যাম্পাসের সাংবাদিক নেতারা তাদের এই দাবি জানান। এদিকে গতকাল সন্ধ্যায় সিন্ডিকেটের এক জরুরি বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। শিক্ষার্থীদের আজ সকাল ৮টার মধ্যে হল ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। জনসংযোগ দফতরের প্রশাসক এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ঘটনার তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রউপদেষ্টা সাদেকুল আরেফিন মাতিন সাংবাদিকদের বলেন, এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সময়মতো জানানো হবে। এদিকে আন্দোলন রত শিক্ষার্থীদের নতুন তিন দফা হলো হামলাকারী ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া, ভিসি, প্রোভিসিসহ প্রশাসনের সব কর্মকর্তার পদত্যাগ, আহত সব শিক্ষার্থীর চিকিৎসা ব্যয় বহন করা। ক্যাম্পাসে বর্তমানে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। যেকোন সময় আবারও সংঘর্ষের আশঙ্কা করছেন অনেকে।